"শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
প্রশাসন-২ শাখা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত 'মুজিববর্ষ' উদযাপনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মপন্থা/কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ সায়েদুল ইসলাম সচিব
সভার তারিখ	১৯ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিঃ
সভার সময়	বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	জুম প্লাটফর্মে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। শুরুতে সচিব মহোদয় বলেন যে, ৬ই জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে সকল মন্ত্রণালয়ের সচিবদের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমাদের অর্জনগুলো বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোকে কয়েকটি ক্লাস্টারে বিভক্ত করা হয়। আমাদের মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে একটি ক্লাস্টারে অন্তর্ভূক্ত করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে লীড মিনিস্ট্রি করা হয়।

২। এ পর্যায়ে সচিব মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব ফরিদা পারভীন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৬/১/২০২১ তারিখের সভার নির্দেশনা মোতাবেক দপ্তর/সংস্থাকে তাদের কার্যক্রম/কর্মসূচি প্রেরণের জন্য চিঠি দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে দপ্তর/সংস্থা তাদের কার্যক্রম/কর্মসূচি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। এরপর দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ০৪ মার্চ ২০২১ তারিখে একটি সভা হয়। সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রেরণের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হয়। দপ্তর/সংস্থা হতে প্রেরিত প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনার সঠিক প্রতিফলন হয়নি। দপ্তর/সংস্থা এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত কর্মসূচির আলোকে একটি প্রেজেনটেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) প্রেজেনটেশনটি উপস্থাপনের জন্য উপসচিব জনাব মোহাম্মদ ইয়ামিন খানকে অনুরোধ করেন।

৩। উপসচিব জনাব মোহাম্মদ ইয়ামিন খান সভাকে জানান যে, গত ০৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঘোষিত 'মুজিববর্ষে' বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষৎ করণীয় সংক্রান্ত এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার ১নং সিদ্ধান্ত ছিল, বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের সফল উন্নয়ন-অভিযাত্রায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন, তাঁর উদ্যোগসমূহ এবং এর উপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত কার্যক্রম দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা হবে। ২নং সিদ্ধান্তে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোকে ১৩টি গুচ্ছে বিভক্ত করা হয়। এরমধ্যে ১০নং গুচ্ছে আমাদের মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। আমরা হচ্ছি লীড মিনিস্ট্রি, আর কো-লীড মিনিস্ট্রি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। ৩নং সিদ্ধান্ত ছিল, প্রিন্টিং ও অডিও ভিজ্যুয়ালের মাধ্যমে

ডকুমেন্টশন, সভা-সেমিনার আয়োজন, আন্তর্জাতিক সোস্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার অধিবেশন সভা চলাকালিন সাইড ইভেন্ট আয়োজন করা হবে। ৪নং সিদ্ধান্ত ছিল, ২০২১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন সমাপ্ত করবে। এবং সর্বশেষ ৫নং সিদ্ধান্ত ছিল, আগামী ২৫ জানুয়ারি ২০২১ মাসের মধ্যে লীড মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ তাদের কর্মপন্হা প্রস্তুতপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

৪। উপসচিব জনাব ইয়ামিন খান বলেন যে, এখানে ২টি বিষয় আছে। ১টি হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত 'মুজিববর্ষ' উদযাপনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মপন্হা/কর্মসূচি। ০৬/১/২০২১ তারিখে প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ে যে সভা হলো সেখানে স্পেসিফিকলি বলা হচ্ছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে যে কর্মসূচি নিয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের পাশাপাশি নিম্নরুপভাবে কিছু বিষয় নিতে হবে। সেটা হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন, তাঁর উদ্যোগসমূহ এবং তার উপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কি কি কার্যক্রম নিয়েছেন, এগুলো দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কার্যকরভাবে উপস্হাপন করা হবে।

৫। আলোচনায় অংশ নিয়ে যুগ্মসচিব (শিশু ও সমন্বয়) জনাব মুহিবুজ্জামান বলেন যে, আমাদের একটা গ্যাপ হয়েছে, যা অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)ও বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ০৬/১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর আলোচনা অংশে স্পট উল্লেখ আছে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শাসনকাল মাত্র সাড়ে তিন বছর। ঐ সাড়ে তিন বছরে বঙ্গবন্ধু শুধু স্বপ্ন বা কয়েকটা উদ্যোগ নিতে পেরেছেন। সেগুলো বাস্তবায়ন করে যেতে পারেন নাই। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ঐগুলোর ধারাবাহিকতায় যে পদক্ষেপগুলো নিয়ে সফল করা হলো, সেগুলোকে হাইলাইট করে স্টোরি করা, এটাই হলো সিদ্ধান্তের মূল অংশ। যেমন, জাতির জনক ১৯৭৪ সনে জাতীয় শিশু আইন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সনে শেখ হাসিনা সরকার শিশু নীতি করেন। একইভাবে জাতির জনক সংবিধানে নারীদের সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য ১০, ২৭, ২৮, ২৯ অনুচ্ছেদ সংযোজন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে শেখ হাসিনা এসে জাতীয় নারী নীতি প্রণয়ন করেন এবং ২০১২ সালে সেই নারী নীতিকে আরও সমৃদ্ধ করে, আরও আপটেড করে সংশোধিত নারী নীতি প্রণয়ন করেন। এইভাবে জিনিসগুলো তুলে ধরতে হবে। একইসাথে আমাদের কো-লীড মিনিষ্ট্রি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে বসতে হবে। আমরা লীড মিনিস্ট্রি আগে আমরা কি করব আগে সেটা ঠিক করে নিয়ে তারপর আমরা কো-লীড মিটিস্ট্রির সাথে বসব। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তাদের চিঠিতে বলেছে, এটা একটা প্রাথমিক তালিকা। এটা আংশিক, পরবর্তীতে জানাবে। আমরা লীড মিনিস্ট্রির কর্মসূচি ঠিক করার পরে কো-লীড মিনিস্ট্রির সাথে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা করব।

৬। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব রাম চন্দ্র দাস বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চিঠিটি আমার সামনে আগে নিকট উপস্হাপিত হয়নি। আজকে আমরা যেভাবে আলোচনা করছি, সেখানে খুবই স্পস্ট যে, আমার বিষয়টি বুঝি নাই। ঐ চিঠিতে যেটা বলা হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আজকের অগ্রযাত্রার সাথে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নগুলো কিভাবে কাজ করেছে। আমরা যা লিখেছি, তা রুটিন কাজ, রুটিন কাজের মত চলবে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রসংগে উল্লেখ করে মহাপরিচালক বলেন যে, বঙ্গবন্ধু প্রথম যে, নারীদের পুর্নবাসনের জন্য একটা উদ্যোগ নিলেন, সেখান থেকে আজকের অধিদপ্তর হয়েছে, এতো বিশাল তার জনবল, কার্যক্রম। বঙ্গবন্ধুর যাত্রা, সেই জায়গা থেকে আজকে এই বিশাল কলেবরে প্রকাশ হলো, আমাদের কাছে তাই চাওয়া হয়েছে। এই চিঠির আংগিকে বঙ্গবন্ধুর দর্শন থেকে আজকের অর্জন উল্লেখ করে নতুন করে কর্মপরিকল্পনা পাঠাতে হবে।

৭। জাতীয় মহিলা সংস্হার নির্বাহী পরিচালক বেগম মাকসুরা নূর বলেন যে, ১৯৭২ সালে যে নারী পুর্নবাসন বোর্ড হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে জাতীয় মহিলা সংস্হার রুপরেখা প্রনীত হয়। এরপর ১৯৭৬, ১৯৯১ সালে জাতীয় মহিলা সংস্হা প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর আমলে প্রণীত সংবিধানে নারী পুরুষের সমতার কথা বলা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টিকে সামনে এগিয়ে নেওয়া, এই প্রেক্ষিতে জাতীয় মহিলা সংস্হা কি কি কার্যক্রম নিয়েছে, দুঃস্হ এবং পিছিয়ে পড়া মহিলাদের

প্রশিক্ষিত করা, কর্মদক্ষ করা, সাবলম্বি করা এবং মুজিব দর্শন অনুযায়ী জাতীয় মহিলা সংস্থা কি কি কাজ করছে এসব বিষয়গুলো উল্লেখ করে নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করতে হবে।

৮। সচিব মহোদয় বলেন, বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে আমাদের মন্ত্রণালয় গঠিত না হলেও নারী ও শিশু অধিকার উন্নয়ন নিয়ে বঙ্গবন্ধু অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। সেটি হয়তো ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নামে ছিল। সুতরাং এটা আমাদের ইনহেরিট করে নিয়ে আসতে হবে। এখানে একটি জিনিস পরিস্কার হতে হবে। এই যে উন্নয়ন হয়েছে, সেটি একটি অডিও ভিজ্যুয়ালের মাধ্যমে উপস্থাপন হতে পারে। বিগত ৫০ বছরে কি অর্জন হয়েছে এবং সেটি যদি সম্ভব হয় টপ মোস্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফোকাস করে তাদেরকে নিয়ে একটি সভা-সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে বা কর্মশালার মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে। আমাদের ডকুমেন্টেশন তৈরী করতে হবে। যেমন নারীদের জন্য ১০০টি বা ৫০০টি ব্যবস্থা এ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তার সুফল কি পাচ্ছে তা ডকুমেন্টেশন আকারে তৈরী করে উপস্থাপন করতে হবে। সচিব মহোদয় বলেন, বঙ্গবন্ধু যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলেন বা উদ্যোগগুলো নিয়েছিলেন, যার ফলে আজকে নারীদের অগ্রযাত্রায় কি সফলতা এসেছে, জেন্ডার গ্যাপ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে এটি কার্যক্রমের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য যে জয়িতা টাওয়ার হচ্ছে এটাও এই কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। উদ্যোক্তাদের জন্য আমরা কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করেছি, তাও আন্তর্জাতিকভাবে প্রদর্শনযোগ্য একটি বিষয় হতে পারে।

৯। বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত ভবিষৎ কর্মসূচির একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ০৬/১/২০২১ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের নিম্নোক্ত ছকে আগামী ২৫/৪/২০২১ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে নিকসফন্টে হার্ডকপি ও সফটকপি (ই-মেইলে) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেঃ

ক্রমিক নং	ভবিষৎ কর্মসূচি/কর্মপরিকল্পনার নাম	বাস্তবায়ন/উপস্থাপনের মাধ্যম	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ/সময়
০১	০২	০৩	০৪

(খ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ০৬/১/২০২১ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আরও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি/কর্মপন্থা নির্ধারণক্রমে তা প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।

(গ) দপ্তর/সংস্থা হতে কর্মপরিকল্পনা প্রাপ্তির পর পর্যালোচনার জন্য আগামী ২৭/৪/২০২১ তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকায় পরবর্তী সভা আহবান করা হবে এবং ২৯/৪/২০২১ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করা যেতে পারে।

১০। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ সায়েদুল ইসলাম
সচিব

স্মারক নম্বর: ৩২.০০.০০০০.০১৯.৯৯.০৩৪.২০.৩৩০ তারিখ: ৮ বৈশাখ ১৪২৮

২১ এপ্রিল ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) দপ্তর প্রধান (সকল), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২) অতিরিক্ত সচিব (সকল),মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,ঢাকা।

৩) যুগ্মসচিব (সকল), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,ঢাকা।

৪) উপসচিব (সকল) ,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৫) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৬) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৭) সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/ সিনিয়র সহকারী প্রধান(সকল)/প্রোগ্রামার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৮) সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী প্রোগ্রামার/লাইব্রেরীয়ান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

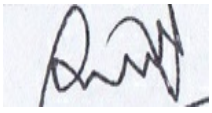

মোঃ মাসুদুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব